ভোরের কাগজ

4

তারিখ ... OCT 10 1999

পৃঃ ৫ কলাম ৬

# বেগমগঞ্জে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন অনিশ্চয়তার মুখে

বদরুল ইসলাম মাসুদ, বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) থেকে : সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) যে লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, বেগমগঞ্জে তা বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'জাগ্রত নোয়াখালী'র অংশহিসেবে বেগমগঞ্জ থানায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানা রকম অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, থানার ২৬টি ইউনিয়নে মোট ১ হাজার ৯২৬টি শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৮৪৭ এবং মহিলা কেন্দ্র ১ হাজার ৭৯টি। পৌর এলাকায় রয়েছে ১৯৫টি কেন্দ্র। প্রতিকেন্দ্রের জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং ১৫-২০টি কেন্দ্রের জন্য একজন সুপারভাইজার। মহিলা শিক্ষা কেন্দ্রে বিকাল ৪টা থেকে ৬টা এবং পুরুষ কেন্দ্রে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্যক্রম চলার কথা। এ ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্র পরিচালনা কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন শিক্ষক সচিব ও চারজন সদস্য রয়েছেন।

প্রতিজন শিক্ষক মাসে ৫০০ এবং একজন সুপারভাইজার ৮০০ টাকা সম্মানী পাওয়ার কথা। পুরুষ কেন্দ্রের জন্য হারিকেনের তেল বাবদ মাসে ৯০-১০০ টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ১৫ জুন থেকে চালু হওয়া এই কার্যক্রমের শিক্ষকরা তাদের সম্মানী আজো পাননি। তেলের টাকা নিয়েও চলছে ঘাপলা। ফলে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন না।

অনেক মহিলা কেন্দ্রেই শিক্ষার্থী সংখ্যা টার্গেটের চেয়ে অনেক কম। মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামি, সচেতনতার অভাব, দারিদ্র্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মহিলারা কেন্দ্রে আসতে চান না। অনেক মহিলা বিকালে টিভি সেটের সামনে বসে থাকেন। কাজের অজুহাতেও অনেকে কেন্দ্রে আসেন না। পুরুষ কেন্দ্রগুলো চালু হয় সন্ধ্যার পর। সারাদিন ক্ষেত-খামারে কাজ করে সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে আসার প্রতি অনেকেই আগ্রহী নন।

অনেক কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রীরা এলেও শিক্ষক-শিক্ষিকা আসেননি। সুপারভাইজার, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বররাও এ ব্যাপারে অনীহা দেখাচ্ছেন। স্থানীয়ভাবে ইউপি চেয়ারম্যান তত্ত্বাবধান করার কথা থাকলেও তারা এর প্রতি কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না। সুপারভাইজারদের দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এ কর্মসূচি অনেকটা মার খাচ্ছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এ প্রতিবেদককে জানান। থানার মোট ৭২ হাজার ৯০৪ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষকে টিএলএম-এর মাধ্যমে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এ পর্যন্ত ৫৭ হাজার ৯৫৬ জন ছাত্রছাত্রী তালিকাভুক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।